বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার: তৃণমুল সুপারিশসমূহ

প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার । প্রবেশগম্যতা । বিচারগম্যতা এবং শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি। শিক্ষা। স্বাস্থ্য । কর্ম ও কর্মসংস্থান । রাজনৈতিক ও গণজীবনে অংশগ্রহণ

প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ

আইন সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) হটলাইন

০১৭১৫২২০২২০

জাতীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা (এনএলএএসও) হটলাইন

১৬৪৩০

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় হেল্পলাইন

১০৯

জাতীয় শিশু হেল্পলাইন

১০৯৮

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

www.nhrc.org.bd

তথ্য কমিশন

www.infocom.gov.bd

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদন: আইনি ও তৃণমূল প্রেক্ষাপট

www.disabilitybangladesh.org

এডিডি ইন্টারন্যাশনাল

www.add.org.uk/countries/bangladesh

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় পরিষদ

csf-global.org/what-we-do/sector-development/national-forum-of-organizations-working-with-disabled

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক সনদ

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার:
তৃণমূল সুপারিশসমূহ

প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার । প্রবেশগম্যতা । বিচারগম্যতা এবং শোষণ,
সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি। শিক্ষা। স্বাস্থ্য । কর্ম ও
কর্মসংস্থান । রাজনৈতিক ও গণজীবনে অংশগ্রহণ

NGDO National Grassroots Disability Organization
প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ
BLAST
ADD International
DISABILITY RIGHTS FUND

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার: তৃণমূল সুপারিশসমূহ

১ জানুয়ারী ২০১৭
© স্বত্ব সংরক্ষিত: এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ, ব্লাস্ট

প্রকাশক:
জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা
প্লট বি (০১), গেট ৮, আরামবাগ, রূপনগর, মিরপুর ৭, ঢাকা ১২১৬
টেলিফোন: +৮৮ (০২) ৯০৩০০৪৫
ইমেইল: ngdo.bd@gmail.com
ওয়েব: www.ngdobd.org

প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ
প্লট বি (০১), গেট ৮, আরামবাগ, রূপনগর, মিরপুর ৭, ঢাকা ১২১৬
টেলিফোন: +৮৮ ০১৭১৯৭৮৮৬৫২
ইমেইল: ncdw.bd@gmail.com
ওয়েব: www.ncdwbd .org

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭০-৭২
ইমেইল: mail@blast.org.bd
ওয়েব: www.blast.org.bd

অলঙ্করণ:
লার্নিং, এনহেন্সমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টনার (এলইএডি পার্টনার)
৮১/ডি, কাকরাইল (৩য় তলা)। ঢাকা ১০০০। মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৬৯০৭৫০৭

মুদ্রণ:
এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডি.আই.টি এক্স. রোড । ফকিরাপুল । ঢাকা ১০০০

এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ, ব্লাস্ট -এর স্বীকৃতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, সারসংক্ষেপ, পুনর্মুদ্রণ ও অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোনো পরিবর্তনে অবশ্যই এনজিডিও/ এনসিডিডব্লিউ/ ব্লাস্টের অনুমোদন নিতে হবে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd এবং ngdo.bd@gmail.com

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার		৪
জাতীয় জোট প্রকল্প		৫
অনুচ্ছেদ ৬	: প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার	১০
অনুচ্ছেদ ৯	: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার অধিকার	১২
অনুচ্ছেদ ১৩ ও ১৬	: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিচার পাওয়ার অধিকার এবং শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি	১৪
অনুচ্ছেদ ২৪	: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা লাভের অধিকার	১৭
অনুচ্ছেদ ২৫	: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্য সেবার অধিকার	১৯
অনুচ্ছেদ ২৭	: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্ম ও কর্মসংস্থানের অধিকার	২১
অনুচ্ছেদ ২৯	: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার	২৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সাথে যারা জড়িত, বিশেষ করে আলাল উদ্দিন মন্ডল (প্রকল্প সমন্বয়কারী, এনজিডিও); মুশ্‌তাক আহমেদ, (প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এনসিডিডবিউ) এবং নাওমী নাজ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার (প্রকল্প সমন্বয়কারী, ব্লাস্ট) এর প্রতি। আমরা ধন্যবাদ জানাই রেজাউল করিম সিদ্দিক, এডভোকেট যিনি প্রশ্নমালা তৈরী এবং মূল গবেষণায় অবদান রেখেছেন। জোট সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ব্লাস্ট-এর উপ পরিচালক (প্রোগ্রাম) মোস্তফা জামিলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জরিপ এবং এফজিডি থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণের জন্য ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (ডিআরআই) -এর নির্বাহী পরিচালক ও জোষ্ঠ্য গুণগত গবেষণা বিশেষজ্ঞ মামুন-উর-রশিদ, এবং গবেষণা সহযোগী নাহিদ হাসান ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষক ফাহিম এস. চৌধুরীকে ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান ডঃ শামসুল বারি; হার্ভার্ড ল স্কুল প্রোজেক্ট অন ডিসেবিলিটি এর গবেষণা সহযোগী হেজি স্মিথ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট -এর আইনজীবী এডভোকেট খন্দকার শাহরিয়ার শাকির এর প্রতি। এছাড়াও দেশের সাতটি বিভাগে অনুষ্ঠিত দলীয় আলোচনা ও জরীপে অংশগ্রহনকারী সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ, যারা তাঁদের মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক অনুদান এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর লিসা অ্যাডামস এবং প্রকল্প কর্মকর্তা পল ডিনিকে যারা এই পুরো প্রক্রিয়ায় পথ নির্দেশনা দিয়েছেন।

আমরা আশা করছি এ পুস্তিকাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়নের স্বার্থে একটি কার্যকর এডভোকেসি টুল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

মোঃ আব্দুল হাই
সভাপতি
জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা

নাসিমা আখতার
সভাপতি
প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ

সারা হোসেন
অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

জাতীয় জোট

প্রকল্প:

জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহের (ডিপিও) একটি পৃষ্টপোষক সংস্থা। সংস্থাটি জাতীয় পর্যায়ে সরাসরি এবং তৃণমূল পর্যায়ে সদস্য ডিপিও'দের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।

২০১৩ সাল হতে জাতীয় ভিত্তিক এই জোট এনজিডিও'র নেতৃত্বে দুইটি জোট সংস্থা ব্লাস্ট ও এনসিডিডব্লিউ'র মাধ্যমে কাজ করছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (সিআরপিডি) কমিটির কাছে একটি ছায়া প্রতিবেদন তৈরী করে পাঠানোর লক্ষ্যে ডিআরএফ ২০১৩ সাল হতে প্রকল্পটিতে অর্থায়ণ করছে।

১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সমর্থনে প্রথম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি (সিআরপিডি) সনদ গৃহীত হয়। বাংলাদেশ ৯ মে ২০০৭ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করে এবং ৩০ নভেম্বর ২০০৭ পক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়। সিআরপিডি এর ৩৫ ধারা অনুসারে বর্তমান সনদের আলোকে বাংলাদেশ কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদানে বাধ্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করার পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে এ বিষয়ে কি অগ্রগতি হয়েছে তা জাতিসংঘ সিআরপিডি কমিটির কাছে প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে হবে। অন্যদিকে ২ মে ২০১০ এর আগে রাষ্ট্রের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। যদিও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্র একটি খসড়া প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল তথাপি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা ও বিবরণী অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিবেদনটি গৃহীত হয়নি। এরপর থেকে অদ্যবধি রাষ্ট্র পক্ষ হতে কমিটির নিকট কোন প্রতিবেদন প্রদান করা হয়নি যদিও প্রতি চার বছরে এই প্রতিবেদন পাঠানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২০১৩ এবং ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও), প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিউ) ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) জাতীয় জোট গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সিআরপিডি'র ছায়া প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কাজ করছে। এই প্রকল্পের উদ্যেগে এরই মধ্যে সাতটি জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে নিয়ে খসড়া ছায়া প্রতিবেদন তৈরী

করা হচ্ছে। যেহেতু, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক সনদ (সিআরপিডি) এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে, সেই বাধ্যবাধকতায় ছায়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ভবিষ্যতে তা জাতিসংঘের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণ করা হবে। ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে এই জাতীয় জোট সিআরপিডি'র ৮টি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করেছে যেগুলোর মধ্যে আছে: প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার (অনুচ্ছেদ ৬); প্রবেশগম্যতা (অনুচ্ছেদ ৯); বিচারগম্যতা (অনুচ্ছেদ ১৩); শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি (অনুচ্ছেদ ১৬); শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ২৪); স্বাস্থ্য (অনুচ্ছেদ ২৫); কর্ম ও কর্মসংস্থান (অনুচ্ছেদ ২৭); রাজনৈতিক ও গণজীবনে অংশগ্রহণ (অনুচ্ছেদ ২৯)।

বগুড়া, কক্সবাজার, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, রংপুর, ও সিলেট জেলায় সাতটি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এবং সাতটি জেলা পর্যায়ের এডভোকেসি সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা, বিচারগম্যতা, শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক ও জন-জীবনে অংশগ্রহণ এবং প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দ, এসব সংগঠনের সুবিধাভোগী, প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ, স্থানীয় সমাজ সেবা কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মীসহ প্রতিবন্ধী অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এডভোকেসি প্রোগ্রামের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্য তাদের মতামত অনুযায়ী যাচাই-বাচাই করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনি কাঠামোর উপযোগিতা, বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও সিআরপিডি কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের প্রেক্ষিতে কাঙ্খিত তথ্য সমূহ সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে ৭টি জেলায় জরিপ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত পাওয়ার জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এজন্য জাতীয় পর্যায়ে দুটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয় এবং ই-মেইলেও তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

অংশীদারগণ:

জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও)

জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা যা ইংরেজিতে ন্যাশনাল গ্রাসরুট্স ডিজ্যাবিলিটি অরগানাইজেশন (এনজিডিও) একটি অলাভজনক সংস্থা, ২০০৫ সালের ২৬ শে জুন বাংলাদেশ জয়েন্ট স্টক ফার্ম অ্যান্ড কোম্পানিজ থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় (নিবন্ধন নং এস-৪৮৬৮(৯৮৯)/০৫)। এছাড়া সংস্থাটি ২০০৮ সালের ২রা জুলাই পৃথকভাবে বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকেও নিবন্ধন লাভ করে (নিবন্ধন নং ২৩৭৩)।

এনজিডিও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একটি জাতীয় ভিত্তিক নেটওয়ার্ক সংস্থা যা তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করে সম্মিলিত প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে।

এনজিডিও এই জাতীয় যৌথ প্রকল্পে প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছে। এনজিডিও প্রকল্প কার্য এলাকা, বাংলাদেশের ৭টি জেলায় পার্টনার সংস্থার সহযোগিতায় 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)' এবং জরিপ পরিচালনা করে প্রকল্পের পরিকল্পিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে।

এনজিডিও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, মনিটরিং ও মূল্যায়ন, কর্মী নিয়োগ, এবং প্রকল্পের প্রতিবেদন তৈরীতে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে ছিল (আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্ত)। প্রকল্প পরিচালনার জন্য এনজিডিও'তে একটি সচিবালয় ছিল যা এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ, ব্লাস্ট ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী সংগঠনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত প্রকল্প স্টেয়ারিং কমিটিকে ছায়া প্রতিবেদন তৈরী করার বিষয়ে মনিটরিং এ সহযোগিতা করেছে।

প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ডিসাবল্ড্ উইমেন -এনসিডিডব্লিউ)

প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি 'স্বেচ্ছাসেবী

সমাজ কল্যাণ সংস্থা, অধ্যাদেশ ১৯৬১' এর আওতায় ২০০৮ সালের ২৫ জুন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীন ঢাকা জেলার মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধন নং: জেএমবিকেকেএ/ঢাকা/৩১৫/০৮।

এনসিডব্লিউ তৃণমূল প্রতিবন্ধী নারীদের সংগঠনসমূহ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এনসিডিডব্লিউ প্রতিবন্ধী নারীদের নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সহযোগিতা করে। যেমন: তাদের একজন নারী কর্মীকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত সংক্রান্ত মামলায় তার ভাইবোনের কাছ থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছিল এবং সেসব প্রতিবন্ধী নারী ধর্ষণের শিকার তাদেরকেও তার আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে।

এনসিডিডব্লিউ, এনজিডিও'র সাথে যৌথভাবে প্রকল্প এলাকার ৭টি জেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও), প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আইনজীবী ও কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন এবং এনসিডিডব্লিউ তাদের নারী প্রতিবন্ধী সদস্যদের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করেছিল।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

ব্লাস্ট একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৩ সালের ২৯ মে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্ম এর নিবন্ধনভূক্ত হয় (নিবন্ধন নং: (সিটিও ৩১১(২৩)/৯৩), এবং ১৯৯৩ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকেও নিবন্ধন লাভ করে (নিবন্ধন নং ৭৮৬)।

ব্লাস্টের মিশন হচ্ছে গরীব ও প্রান্তিক মানুষের কাছে আইনি ব্যবস্থাকে প্রবেশগম্য করা। সংস্থাটি নারী, পুরুষ ও শিশুদের ব্যাপকভাবে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে অপরাধমূলক, পারিবারিক, শ্রম ও ভুমি সংক্রান্ত মামলা। পাশাপাশি সাংবিধানিক আইন, অধিকার, গ্রাম আদালত হতে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত আইনি সেবা দিয়ে থাকে।

ব্লাস্ট এই প্রকল্পের গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করতে ডাটা সংগ্রহ করার জন্য প্রশিক্ষণ ও অরিয়েন্টেশন প্রদান করেছে। ব্লাস্ট এর জেলা অফিসগুলো এনজিডিও ও এনসিডিডব্লিউকে জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন ও আইনজীবীদের সাথে এফজিডি, অ্যাডভোকেসি সেশন ও জরিপ পরিচালনা এবং আয়োজন করার জন্য সহযোগিতা করেছে। এই প্রতিবেদনের খসড়া ও সুপারিশমালা প্রণয়নে ব্লাস্ট জাতীয় আইনসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সেগুলোর বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা বের করার কাজটি করেছে।

ছবি: শামসুল শাকেরীন হিমেল, স্বাধীন আলোকচিত্রকর

একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের জন্য ভিক্ষা বৃত্তিতে নিয়োজিত, তার প্রতিবন্ধিতা দূর করার জন্য কোন সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা ও নেই

অনুচ্ছেদ ৬

প্রতিবন্ধী নারীর অধিকার

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা

- প্রতিবন্ধী নারীদের উন্নয়নে সরকার পরিচালিত যে প্রকল্পসমূহ আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

- জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী নারীরা মনে করেন, তাদের লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতার কারণে পারিবারিক (উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, দেনমোহর, ভরণপোষণ, সন্তান হেফাজত এবং অভিভাবকত্ব), সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈষম্যের শিকার হন।

- প্রতিবন্ধী নারীরা সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পদ ভোগ করতে পারেন না এবং তারা উত্তরাধিকার থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির

দৈনিক ব্যবস্থাপনার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত কোন তত্ত্বাবধায়কের ব্যবস্থা করা হয় না। বিবাহের ক্ষেত্রেও পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী নারীদের সাধারণত কোন মতামত বা ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় না।

- সামাজিক অবহেলা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার কম হওয়ায়, তারা তাঁদের যৌন ও শারীরিক স্বাস্থ্য এবং এই সংক্রান্ত তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন না।

সুপারিশ সমূহ

- প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার নিরূপনের মাধ্যমে একটি পরিসংখ্যান তৈরি করতে হবে এবং প্রতিবন্ধী নারীদের মধ্যে কত শতাংশ নারী ধর্ষণ ও অন্যান্য নির্যাতনের (যৌন, শারীরিক ও মানসিক) শিকার হচ্ছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী নারীদেরকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা সহ সালিশের নামে ফতোয়া জারির মাধ্যমে (বিচার বর্হিভূত শাস্তি) প্রতিবন্ধী নারীর উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে বিষয়গুলো মূলধারার উন্নয়ন ব্যবস্থা থেকে পৃথকভাবে অগ্রাধিকার পায়। সেই সাথে সকল স্তরে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী নারীদের বিয়ে, তালাক ও যৌতুক - এসব বিষয়ক সমস্যাগুলো বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান নিশ্চিত করতে হবে এবং ঠিক তেমনিভাবে প্রতিবন্ধী মেয়েদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ক বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইনগুলো বাতিল করা দরকার।

- প্রতিবন্ধী নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; একই সাথে সমভাবে ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা প্রদান করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিবন্ধী নারীদের যে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়, তা বৃদ্ধি করতে হবে।

ছবিঃ আলাল উদ্দিন মন্ডল

শারীরিক প্রতিবন্ধী একজন ব্যক্তিকে রাস্তা পাড় হতে সহযোগিতা করছেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা।

অনুচ্ছেদ ৯

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার অধিকার

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা

- বেশিরভাগ সরকারী গণস্থাপনা যেমন: হাসপাতাল, আদালত, ব্যাংক, অফিস এবং থানাগুলোতে লিফট বা ঢাঁলু সিঁড়ির ব্যবস্থা না থাকায় তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশ উপযোগী নয়। যদিও কিছু সরকারি প্রাইমারী স্কুলে এখন র‍্যাম্পের সুবিধা আছে, বেশিরভাগ সরকারি ভবনগুলোতে এখনও কোন লিফটের ব্যবস্থা নেই এবং সেসব ভবনের সিঁড়িগুলো খাঁরা হওয়ার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের অনেক ভোগান্তি হয়। এসব গণস্থাপনাগুলোয় অডিও সুবিধা না থাকার কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পরেন।

- গণপরিবহনসমূহ প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। বাস ও রেল অবকাঠামো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ করে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য উপযোগী নয়।

- প্রচারমাধ্যমগুলো থেকে প্রচার করা তথ্য (মুঠোফোন এবং ইন্টারনেট থেকে প্রচারিত তথ্যসমূহ সহ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না কারণ, তাদের উপযোগী করে সেগুলো প্রচার করা হয় না।

সুপারিশসমূহ

- সকল গণপরিবহন, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল, বাস স্ট্যান্ড ও যাত্রীদের বসার স্থান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী করে তৈরী করতে হবে যাতে হুইলচেয়ার ও সাদাছড়ি ব্যবহারকারীরা সাচ্ছ্যন্দের সহিত তা ব্যবহার করতে পারেন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সনের আইনের ধারা ২(১৪) প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেই সাথে কয়েকটি বিষয়ের উপর খেয়াল রাখতে হবেঃ ১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোন প্রকার বাধা ছাড়া এসব সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারছেন কিনা; ২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগন কোন বাধা ছাড়া প্রবেশগম্য জায়গা গুলোতে প্রবেশ করতে এবং বের হতে পারছেন কিনা; ৩। প্রবেশগম্যতা এমন ভাবে নিশ্চিত করা যাতে সব রকমের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সেটার সুবিধাগুলো পায়। সেই সাথে পরিবহনের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন: চালক, সুপারভাইজার এবং হেলপারদের নির্দেশনা প্রদান করা উচিৎ যাতে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবহনে যাতায়াতে সহযোগিতা করেন।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এ টু আই প্রকল্পের "সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড" এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রবেশ্যগম্যতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

- বাংলা ইশারা ভাষার উপর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে যাতে ইশারা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

- কপিরাইট আইন ২০০০ এর ১৪ ধারার সংস্কার করা উচিৎ যাতে কোন আইনি বাধা ছাড়া যে কোন বই বা প্রকাশনা, ব্রেইল এবং অডিও আকারে ছাপা সম্ভব হয়।

ছবি: সারা হোসেন

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রুল ১৯৮১ এর ধারা যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারী চাকুরী ও জুডিশিয়াল চাকুরী পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে তা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা জনস্বার্থে মামলার শুনানী শেষে সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে মিডিয়ায় বক্তব্য রাখছেন অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার শাকির, অ্যাডভোকেট তৌফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট স্বপন চৌকিদার (আবেদনকারী) এবং অ্যাডভোকেট কাজী জাহেদ ইকবাল।

অনুচ্ছেদ ১৩ এবং ১৬

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিচার পাওয়ার অধিকার এবং শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুবিচার নিশ্চিতকরণে একটি বড় বাঁধা হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতার অভাব।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আদালতে না গিয়ে সালিশ/ সমঝোতার মাধ্যমে আপোস করে থাকেন। আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি নিরুৎসাহিত হওয়ার অনেকগুলো কারনের মধ্যে রয়েছে সমাজের প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ যার ফলে

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সুবিচার পেতে বাধাগ্রস্থ হন। তাছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং পারিবারিক মান-সম্মান রক্ষার্থে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আপোস এর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করেন।

- প্রতিবন্ধী পুরুষের তুলনায় প্রতিবন্ধী নারীরা বেশী মাত্রায় নির্যাতন, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হন।

- অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধী মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহের শিকার হন। যদিও বাল্য বিবাহ রোধে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করে সমাজের পরিবারদের কাছ থেকে নির্বাচনী ভোট হারানোর ভয়ে তারা সেই দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে পালন করতে চান না।

- প্রয়োজনের তুলনায় ডিএনএ ল্যাব এর সংখ্যা অনেক কম।

- বর্তমান প্রতিবন্ধী অধিকার সুরক্ষা আইনে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাউন্সিলিং বা সমাজে পুর্নবাসনের এর কোন দিক নির্দেশনা নেই।

- মামলার অনুসন্ধান কর্মকর্তা নির্যাতিত প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন না।

- জরিপে অংশগ্রহণকারী সকলেই বলেছেন যে আদালত প্রাঙ্গন এবং থানাগুলো তাঁদের জন্য প্রবেশগম্য ছিল না।

- মামলা চলাকালীন সময় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারা-ভাষায় অভিজ্ঞ অনুবাদক না থাকায় বিচার প্রক্রিয়ায় তারা তাদের পক্ষে সাক্ষ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে পারেন না।

সুপারিশসমূহ

- সকল বিচার-প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যেমন: আদালত, থানা, ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার সহ) ২০১৩ এর আইনের তফশিল ৫, ৬ এবং ১২ এর অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীদের ২০১৩ আইন সম্পর্কে অধিক সচেতনতা গড়ে তোলা উচিৎ এবং বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের আওতায় উল্লেখিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে (বিশেষত আইনি সহায়তা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত আইনসমূহ) সুশীল সমাজ, এনজিও, এবং ডিপিও গুলোর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে জাতীয় মিডিয়া এবং সেলুলার সেবা প্রদানকারীদের জনগনের মাঝে তথ্য প্রকাশ এবং প্রচারণায় উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর নির্যাতনের প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য আরও ডিএনএ ল্যাব সরকারী সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- আদালতে বিচার প্রক্রিয়া'য় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে 'প্রযুক্তি' ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের কথা শোনা ও বলার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। একই সাথে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে, ২০১৩ আইনের তফশিল ৬ এবং সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ এর ধারা ১১৯ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে আদালতে কোন বাধা ছাড়া সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে সেই জন্য সাক্ষ্য আইনের সংস্করণ প্রয়োজন কারন বর্তমানে সাক্ষ্য আইনের ধারা ১১৮ এর অধীনে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করলে সেটা আদালতে গ্রহনযোগ্য হয় না। এই আইনের সংস্করণের মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করার পাশাপাশি কাউন্সেলিং এর বিধান এবং আদালতের উন্নত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার বিধান থাকা উচিৎ যাতে তারা নির্বিঘ্নে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে।

- আদালতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট মামলার দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার জন্য ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে মামলা নিষ্পত্তি, মামলা স্থগিতকরণ এবং সমন এর সাথে সম্পর্কিত বিধান কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা যেতে পারে এবং 'মামলা সমন্বয় কমিটির' মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পৃক্ত মামলাগুলোকে 'অগ্রাধিকার' প্রদান করে এসব মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা উচিৎ।

ছবি: নাসরিন জাহান, ডিজ্যাবিলিটি চাইল্ড ফাউন্ডেশন

ডিজ্যাবিলিটি চাইল্ড ফাউন্ডেশন ইনক্লুসিভ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীরা সকালের পিটি সেশনে অংশগ্রহণ করছে।

অনুচ্ছেদ ২৪

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা লাভের অধিকার

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কত সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রয়েছে, সেটার কোন পরিসংখ্যান নেই।

- বিদ্যালয় প্রবেশগম্য না হওয়ার ফলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করতে পারেন না।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক ও শ্রবন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কোন উপযোগী শিক্ষক

নিয়োগ দেওয়া হয় না এবং এই ব্যাপারে শিক্ষকদের যথাযথ কোন প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়না।

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য - প্রবেশগম্যতা এবং বিদ্যালয়ের দূরত্ব, দুইটাই তাঁদের শিক্ষা গ্রহনের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। বেশীরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন আলাদা প্রবেশমুখ বা হুইলচেয়ার ব্যবহারকারিযোগ্য কোন শৌচাগার নেই।

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা অনেক বৈষম্যের স্বীকার হয় এবং তাঁদের প্রতিবন্ধকতাকে কারণ হিসাবে দেখিয়ে অনেক বিদ্যালয় তাদেরকে সেখানে ভর্তি করতে চায় না।

সুপারিশসমূহ

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে নিম্নে উলেখিত পদক্ষেপগুলো নিশ্চিত করতে হবেঃ

  ১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবেশগম্যতা।
  ২। শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষন প্রদান করা যাতে ইশারা ভাষায় দক্ষতা তৈরির পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ সম্পর্কে তাঁদের একটা ধারনা হয়।
  ৩। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে উঠার আগে তাদের ঝরে পরা সংক্রান্ত একটি পরিসংখ্যান রাখা।

- ২০১৩ সালের আইন এর ৩৩ ধারা -এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন যাতে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ এর জন্য কর্তৃপক্ষ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার সময়সীমা এক ঘন্টা বাড়ানো এবং যাদের সেরিব্রাল পালসি (স্নায়ু সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা) আছে তাঁদের জন্য সেই সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। বর্তমানে শুধু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে শ্রুতি লেখকের সুবিধা দেয়া হয় তবে এই সুবিধা চাহিদা ও প্রয়োজন সাপেক্ষে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহজলোভ্য করা উচিত।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (বিশেষত বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কোটা রাখা প্রয়োজন।

ছবি: মাসুদ রশিদ, বিলস

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধ্বসে আহত রানা প্লাজায় কর্মরত শ্রমিক মেরুদন্ডে আঘাতের জন্য থেরাপী নিচ্ছেন।

অনুচ্ছেদ ২৫

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্য সেবার অধিকার

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা

- বাসস্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার সুবিধা পান না। বেশির ভাগ হাসপাতালের শৌচাগারগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের উপযোগী নয়।

- বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুণর্বাসনের ব্যবস্থা নেই এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রগুলো থেকে তারা এই ধরনের কোন সেবা পান না। সরকারি জেনারেল হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সগুলোতে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ, কৃত্রিম অঙ্গ লাগানো, সাহায্যকারী উপকরণ/সরঞ্জাম, থেরাপিউটিক সেবা এবং প্রয়োজনে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে সমাজে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা নেই।

- সরকারী হাসপাতালগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড বা কোন পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থা নেই। জরিপ এলাকাগুলোর মধ্যে একমাত্র ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড এবং পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থা ছিল।

সুপারিশ সমূহ

- সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, মাতৃসদন, কমিউনিটি ক্লিনিক সহ প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা দরকার এবং তা নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালের আইন এবং ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৮ এর প্রয়োগ প্রয়োজন।

- দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন কিনা তা নিরীক্ষণ করতে সমাজকল্যাণ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

- চিকিৎসক এবং হাসপাতালের কর্মীদেরকে (নার্স এবং ওয়ার্ড কর্মী) প্রতিবন্ধী বিষয়ে এবং ইশারা ভাষার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ এবং এমবিবিএস ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে সেটা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে তাদের স্বাস্থ্য-ঝুঁকির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা ও করণীয় সম্পর্কে অবগত করার জন্য সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যেসব সেবামূলক সুযোগ সুবিধা রয়েছে (যেমন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর আওতায় বর্তমানে ৮০ টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার রয়েছে যেগুলো সহিংসতার স্বীকার প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে), তার সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে আরও সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ছবি: বশির আল হোসেইন, এনজিও

আকতার ফার্নিচার হতে তিন মাসের সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর শারীরিক প্রতিবন্ধী মো: আশরাফুল লেকার পলিসার হিসেবে কাজ করছেন।

অনুচ্ছেদ ২৭

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্ম ও কর্মসংস্থানের অধিকার

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে তাদের চাকুরী দাতা অথবা সহকর্মীদের দ্বারা নানা ধরণের বৈষম্য, হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন এবং সম পরিমানে কাজ করা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের প্রতিবন্ধিতার কারণে বেতন বৈষম্যের শিকার হন।

- কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরিতে কোটার ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো শুধু উচ্চ পর্যায়ের জন্য বরাদ্ধ থাকে। সকল পর্যায়ে কোটা সুবিধা না থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নানা প্রকারের কর্ম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্ম দক্ষতা সম্পর্কে চাকুরী দাতাদের ভুল

ধারণা থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকুরী পান না।

- বেশীরভাগ কর্মস্থল ও কারখানাগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য নয়।

- কোন ব্যক্তি চাকুরীরত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিবন্ধী হলে তাকে কোন প্রকারের পুর্নবাসনের সুযোগ না দিয়ে চাকুরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। এখনকার শ্রমিক আইন অনুযায়ী চাকুরীরত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে যে ক্ষতিপূরণ শ্রমিকদের দেওয়া হয় তা চিকিৎসা এবং পরিবার ভরণপোষণের খরচের জন্য যথেষ্ট নয়।

সুপারিশ সমূহ

- বিদ্যমান শ্রমিক আইনের সংস্করণ প্রয়োজন এবং তার মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিবর্তন গুলো আনতে হবেঃ
  ১। সকল সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেক স্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা কোটা বরাদ্ধ রাখা এবং প্রতিবন্ধী কর্মীগণ যাতে সম পরিমানে বেতন ভাতা পায় তা নিশ্চিত করা।
  ২। কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগনের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করলে, মালিক বা নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে কি ধরনের পদক্ষেপ বা কি ধরনের প্রতিকার পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা।
  ৩। চাকরিরত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে যে পরিমান ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তা বৃদ্ধি করা।

- সরকারী চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আইন যেমন: বিসিএস, জেএসসি ও পিএসসি রুলস এর সংশ্লিষ্ট ধারা বাতিল করা।

- চাকুরী করার সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাতে কোন বাধার সম্মুখীন না হতে হয় সেই লক্ষ্যে বসার জন্য উপযোগী স্থান নির্ধারণ করা সহ কর্মস্থলে সকল ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সঠিক আচরণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে কর্মীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে ধারনা দেওয়া উচিৎ।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নিতে হবেঃ

১। সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটা পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া স্থাপন করা যাতে সরকারি প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যায়ে বরাদ্ধ কোটায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং তাঁদের জন্য কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করে দেখা যেতে পারে।

২। চাকুরীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সকল রকমের ব্যবস্থা রাখতে হবে (যেমন তাঁদের জন্যে বারতি সময় বাড়ানোর পাশাপাশি শ্রুতি লেখক এর ব্যবস্থা রাখা)।

৩। সরকারি পর্যায়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা বরাদ্ধ রাখতে হবে।

৪। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেসরকারি কর্ম প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে তাদেরকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষন দেওয়া উচিৎ এবং যথাসম্ভব তা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। তাছাড়া দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবসা করতে উৎসাহিত করার জন্য সকল ব্যাংকগুলোকে সুলভ হারে সুদ এবং ০% ডাউন পেমেন্টের সুবিধা দিয়ে ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। পিকেএসএফ, এসএমই ফাউন্ডেশনের মতন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহজ শর্তাবলির উপর ভিত্তি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ দেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে যা দিয়ে তারা ছোট আকারে ব্যবসা বা যে কোন ব্যবসার উদ্যোক্তা হতে পারেন।

ছবি: হুমায়ুন কবির, ব্লাস্ট

আইনি দলিলদি ও তথ্য অনুসন্ধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বিষয়ে গবেষণা পত্র উপস্থাপণ করছেন ব্লাস্টের ইকুয়ালিটি ফেলো অ্যাডভোকেট আল আমিন।

অনুচ্ছেদ ২৯

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অনুযায়ী বর্তমান অবস্থা

- ভোট কেন্দ্রগুলো প্রবেশগম্য নয়। সেখানে র‍্যাম্পের কোন ব্যবস্থা নেই এবং ভোট দেওয়ার জায়গাগুলো তৃতীয় অথবা চতুর্থ তলায় অবস্থিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা কোন সারি না থাকায় তাদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়িয়ে ভোট প্রদান করতে হয়।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারবর্গ ভোট দেওয়ার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়।

- ভোট নিবন্ধন ফরমে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার ধরন সম্পর্কে ভুল

তথ্য রেকর্ড করা হয়। তাছাড়া ভোট দানকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা গননা না করার ফলে কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভোট প্রদান করল তা নিরীক্ষণ করা যায় না। এর ফলে চাহিদা অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।

- ভোট প্রদান এবং নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য বোধগম্য উপায়ে প্রচার করা হয় না। এর ফলে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (বিশেষ করে যারা শ্রবন ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) ভোটার তালিকায় নাম লিখাতে পারেন না এবং পরবর্তীতে ভোট প্রদান করতে পারেন না।

- ভোট প্রদানের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (দৃষ্টি, বহুমূখী ও চরম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়) গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় না।

সুপারিশসমূহ

- প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে কত শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভোট প্রদানে সমর্থ হয় তার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা তৈরি করতে হবে এবং প্রতিবন্ধকতার ধরন সঠিকভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার নিবন্ধন ফরম এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন রাখতে হবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনী জনপ্রতিনিধি হিসেবে এগিয়ে আশার জন্যে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত করার জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ১২২) সংশোধন করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটারাধিকার সংরক্ষণ করা এবং ভোট প্রদানের সময় গোপনীয়তা বজায় রাখা নিশ্চিত করতে 'Representation of People Order, 1972' এবং 'Code of Conduct for Parliament Elections 1996' এর ধারা ৪৪(ই)(১) সংশোধন করতে হবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।